যায়যায়দিন

তারিখ ... 04 JAN 2008
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

রংপুরে দুই সরকারি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে জটিলতা

রংপুর প্রতিনিধি

রংপুরে আগামী ১৬ জানুয়ারি দুটি সরকারি স্কুলে ভর্তি নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও শিক্ষকদের মধ্যে শুরু হয়েছে টানাপোড়েন। এ নিয়ে তাদের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করা গেছে। জেলা প্রশাসন থেকে বলা হচ্ছে ভর্তি কোচিং বাণিজ্য বন্ধে এবার থেকে নতুন নিয়মে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে শিক্ষকরা বলেছেন, জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে 'স্কুল দুটির শিক্ষার গুণগতমান ক্ষুণ্ন হতে পারে'।

স্কুল সূত্রে জানা গেছে, রংপুর শহরে তৃতীয় শ্রেণী থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত দুটি সরকারি স্কুল রয়েছে। স্কুল দুটি হচ্ছে রংপুর জিলা স্কুল ও সরকারি বালিকা স্কুল। এ দুটি স্কুলের তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় পাচ হাজার পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ১২০ আসনের জন্য ফরম বিক্রি হয়েছে প্রায় এক হাজার। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১০০ আসনের জন্য ৫৯৪টি এবং নবম শ্রেণীতে ২০ আসনের জন্য ১৮৮টি ফরম বিক্রি হয়েছে। অন্যদিকে জিলা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ২৪০ আসনের বিপরীতে প্রায় দুই হাজার ফরম বিক্রি হয়েছে। এছাড়া ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৪৮ আসনের জন্য ৭০০ এবং নবম শ্রেণীতে প্রায় ৩০০ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেবে। স্কুল সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১৬ জানুয়ারি দুটি সরকারি স্কুলের অভিন্ন প্রশ্নপত্রে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, যা আগে ছিল না। প্রতিযোগিতামূলক এ ভর্তি পরীক্ষায় বাছাই করা মেধাবীদের নেয়া হয়ে থাকে বলে জানালেন রংপুর জিলা স্কুলের শিক্ষক শফিয়ার রহমান। তিনি জানান, এ দুটি স্কুল প্রতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় সেরা রেজাল্ট করে থাকে। স্কুলের শিক্ষকরা জানান, কারো সুপারিশে জিলা স্কুল ও বালিকা স্কুলে এসব শ্রেণীতে ভর্তি করানো হয় না। কিন্তু এবার ভিন্ন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

এ ব্যাপারে রংপুর জিলা স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম ও সরকারি বালিকা স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক আবদুস সোবহান সরকার জানান, দুই সরকারি স্কুলের গুণগতমান ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু এবার তা বিচার না করে অভিন্ন প্রশ্নপত্র করা হচ্ছে। এতে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে বলে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। লোকমান মিয়া, হরিষ চন্দ্র রায়, জোসনা বেগমসহ বেশ কয়েকজন অভিভাবকের অভিযোগ, জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা হলে স্কুলে শিক্ষার গুণগত মান ক্ষুণ্ন হতে পারে। সূত্রটি জানায়, ২০০৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জেলা প্রশাসককে আহ্বায়ক ও সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধানকে নিয়ে পাচ সদস্যের ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি জেলা পর্যায়ের দুটি স্কুলের ভর্তি সংক্রান্ত তদারকিসহ অন্যান্য বিষয়ে কাজ করবে। কিন্তু গত বছরের ১৯ ডিসেম্বর ম্যানেজিং কমিটির এক আলোচনা সভায় ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তে ভর্তি পরীক্ষাসহ অন্যান্য বিষয় জেলা প্রশাসকের তদারকির পরিবর্তে তার নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) ও জেলা শিক্ষা অফিসারকে নিয়ে দুই সদস্যের মডারেশন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির নিয়ন্ত্রণে থাকবে প্রশ্নপত্র তৈরিসহ ভর্তি সংক্রান্ত অন্যান্য সব বিষয়। এ নিয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে অসন্তোষ, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। তারা বলছেন, ১৯৩১ সালের বেঙ্গল অ্যাক্টে বলা হয়েছে, সরকারি বিদ্যালয়গুলোর প্রধানরাই ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্নপত্র তৈরিসহ সব কাজ করবে। এ নিয়মেই চলে আসছে স্কুলগুলোর ভর্তি সংক্রান্ত সব কার্যক্রম। কিন্তু ওই নিয়মের কোনো তোয়াক্কা না করে এবার জেলা প্রশাসনের নতুন নিয়মেই ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার প্রস্তুতি চলছে।

এ ব্যাপারে রংপুর জেলা প্রশাসক খন্দকার আতিয়ার রহমান সাংবাদিকদের জানান, সরকারি স্কুলে ভর্তি কোচিং বাণিজ্য বন্ধে এবার থেকে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।